প্রঃ ►► জৈন মতে, আকাশ কাকে বলে?

উঃ জৈন মতে, যা বিস্তৃত দ্রব্যকে ধারণ করে তাহা হল আকাশ।

প্রঃ ►► জৈন মতে, আকাশ কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ জৈন মতে, আকাশ দুই প্রকার (১) লোকাকাশ ও (২) আলোকাকাশ।

প্রঃ ►► জৈন মতে, আকাশের অস্তিত্ব কিভাবে জানা যায়?

উঃ জৈন মতে, অনুমানের সাহায্যে আকাশের অস্তিত্বকে জানা যায়।

প্রঃ ►► জৈনমতে, কাল কি?

উঃ জৈন মতে যে দ্রব্য অন্যান্য দ্রব্যের অবিচ্ছিন্নতা পরিণতি, গতি, নতুনত্ব ও পুরাতনত্বের কারণ, সেই দ্রব্যকে বলা হয় কাল।

প্রঃ ►► জৈন মতে, জীব কি?

উঃ জৈন মতে, চেতনাসম্পন্ন দ্রব্য-ই হল জীব।

২ নম্বরের প্রশ্ন ও উত্তর (দুই অথবা তিন বাক্যে লেখ)

প্রঃ ►► জৈন মতে জ্ঞান কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ জৈন মতে জ্ঞান প্রথমত দুই প্রকার ঃ ১) অপরোক্ষ এবং ২) পরোক্ষ। অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান আবার তিন প্রকার ক) অবধি খ) মনঃপর্যায় এবং গ) কেবল। এবং পরোক্ষ জ্ঞান দুই প্রকার ক) মতি ও খ) শ্রুতি। সুতরাং জৈন মতে জ্ঞান পাঁচ প্রকার ক) অবধি, খ) মনঃপর্যায় গ) কেবল ঘ) মতি এবং ঙ) শ্রুতি।

প্রঃ ►► জৈনমতে কেবল জ্ঞান কি?

উঃ জৈন মতে সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক চারিত্রের সুসামঞ্জস্য অনুশীলনের দ্বারা জীবাত্মা যখন সমস্ত প্রকার কর্ম পুদগণ বিচ্ছিন্ন করে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি যে জ্ঞানের অধিকারী হন তাকেই বলা হয় কেবল জ্ঞান। আর এই কেবল জ্ঞান লাভ হলেই জীবের মুক্তি। কেবল জ্ঞান হল অসীম ও অনন্ত।

প্রঃ ►► জৈন মতে, মনঃ পর্যায় কিরূপ জ্ঞান?

উঃ জৈন মতে, জ্ঞানের প্রতিবন্ধক - হিংসা, দ্বেষ, প্রভৃতি থেকে মুক্ত হয়ে জীব যখন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যম ছাড়াই নিজের মনকে অপরের মনের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে, সেই অপরোক্ষ জ্ঞানকে বলা হয় মনঃপর্যায়।

প্রঃ ►► জৈনমতে প্রমাণ কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ জৈনমতে, প্রমাণ দুই প্রকার ঃ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। কোন বিষয়ের স্পষ্ট প্রকাশ-ই হল প্রত্যক্ষ। ইহা অন্য কোন জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল নয় এবং ইহা কেবল বিষয়ের গুণাবলী প্রকাশ করে। অনুমান এবং শব্দ থেকে উৎপন্ন জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞান, তবে পরোক্ষ জ্ঞান প্রত্যক্ষের মত বিশেষ এবং স্পষ্ট নয়।

Scanned with CamScanner

প্রঃ ▶▶ জৈন মতে, প্রত্যভিজ্ঞা কি প্রমাণ?

উঃ হ্যাঁ, জৈনমতে, প্রত্যভিজ্ঞাও প্রমাণ। তাঁদের মতে অনুভব ও স্মৃতি মিলিতভাবে প্রত্যভিজ্ঞা উৎপন্ন করে। সেজন্য জৈন দর্শনে প্রত্যভিজ্ঞাকে সংকলনাত্মক জ্ঞান বলা হয়। সংস্কারসহকৃত ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানই হল প্রতিভিজ্ঞা। যাকে উপমান বলা হয় তাহাও প্রতিভিজ্ঞার একটি প্রকার মাত্র।

প্রঃ ▶▶ জৈনমতে, 'দার্শনিক প্রজ্ঞা' কি?

উঃ জৈনমতে, 'দার্শনিক প্রজ্ঞা' আসলে কোন সমস্যার সুনির্দিষ্ট সমাধানের জ্ঞান নয়। কোন কোন দার্শনিক সমস্যার স্বরূপই এমন যে তার সুনির্দিষ্ট সমাধান যে সম্ভব নয়, তার উপলব্ধিই হল 'দার্শনিক প্রজ্ঞা'।

প্রঃ ▶▶ জৈনমতে, বিবেক কাকে বলে?

উঃ জৈনমতে, তত্ত্ব হল দুটি ঃ জীব ও অজীব। জীব হল জ্ঞানস্বভাব এবং অজীব হল জড়স্বভাব। এই দুই তত্ত্বের সম্যক বিবেচনাকে বিবেক বলে। এই বিবেকের দ্বারা যাহা গ্রহণযোগ্য তাহা গ্রহণ করতে হয় এবং যাহা পরিত্যাগ যোগ্য তাহা পরিত্যাগ করতে হয়।

প্রঃ ▶▶ জৈনমতে, লোকাকাশ কি?

উঃ জৈনমতে, আলোক দ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশকে বলা হয় লোকাকাশ। লোকাকাশের সর্বত্রই ধর্ম ও অধর্ম, অবস্থান, গতি ও স্থিতির গ্রহণ দ্বারা ধর্ম ও অধর্মের অনুমান হয়।

প্রঃ ▶▶ জৈনমতে, সংবর কি?

উঃ জৈনমতে, আস্রবের নিরোধকে 'সংবর' বলে। যে গুপ্তি, সমিতি প্রভৃতি উপায়ের সাহায্যে জীবে কর্মের প্রবেশের প্রতিযেধ, তাকে সংবর বলে।

প্রঃ ▶▶ জৈনমতে, কর্ম কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ জৈনমতে, কর্ম আট প্রকার ১) জ্ঞানাবরণীয় কর্ম ২) দর্শনাবরণীয় কর্ম ৩) বেদনীয় কর্ম ৪) মোহনীয় কর্ম ৫) আয়ুঃ কর্ম ৬) নামকর্ম ৭) গোত্রকর্ম ৮) অন্তরায় কর্ম।

প্রঃ ▶▶ জৈন দর্শনকে নাস্তিক দর্শন বলা হয় কেন?

উঃ জৈন দর্শনে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা হয় না। নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। তাই জৈন দর্শনকে নাস্তিক দর্শন বলা হয়।

প্রঃ ▶▶ জৈন মতে 'অনেকান্তবাদ' বলতে কি বোঝ?

উঃ জৈনমতে সৎবস্তু অনন্ত ধর্মবিশিষ্ট, তাই কোন এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সৎবস্তু বা-পরমতত্ত্বের অনন্তধর্ম ব্যাখা করা যায় না। বহু দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরমতত্ত্ব বা তৎবস্তুর ব্যাখা দেওয়া যায়। সৎ বস্তু সম্পর্কে জৈনদের এই মতবাদকে অনেকান্তবাদ বলা হয়।

Scanned with CamScanner

প্রঃ ▶▶ জৈন অনেকান্তবাদ কি আপেক্ষিকতাবাদ বা অজ্ঞেয়তাবাদ?

উঃ না, জৈন অনেকান্তবাদে কখনই আংশিক সত্যকে মানব জ্ঞানের চরমসীমা বলে মনে করা হয় নি। আবার চরম সত্যকে অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় বলা হয়নি, কেননা যিনি কেবল জ্ঞানের অধিকারী তিনি অনন্তধর্মবিশিষ্ট বস্তুকে পরিপূর্ণরূপে জানতে পারেন।

প্রঃ ▶▶ জৈন স্যাৎবাদ বলতে কি বোঝ?

উঃ জৈনমতে, বস্তু অনন্তধর্মবিশিষ্ট। আমরা আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞানে বস্তুর এক একটি ধর্মকে জানতে পারি, বস্তুর সম্পূর্ণ জ্ঞান আমাদের হয় না। আমাদের জ্ঞান মাত্র-ই হল আংশিক, সম্পূর্ণ নয়, তাই সম্ভাব্য বা আপেক্ষিক। জ্ঞান সম্পর্কে জৈনদের এই মতবাদকে বলা হয় স্যাৎবাদ।

প্রঃ ▶▶ জৈন স্যাদবাদকে কি সংশয়বাদ বলা যায়?

উঃ না, স্যাৎ শব্দটি কোনভাবেই প্রকাশিত অবধারণের নিছক সম্ভাবনাকে সূচনা করে না। প্রকাশিত অবধারণ সম্বন্ধে এখানে কোন সংশয়ের অবকাশ নেই। তাই জৈনদর্শন সংশয়বাদী নয়।

প্রঃ ▶▶ জৈনমতে 'সপ্তভঙ্গী নয়' বলতে কি বোঝ? অথবা জৈনমতে নয় কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ জৈনমতে 'নয়' হল সাত প্রকার। এই সাত প্রকার নয়কে 'সপ্তভঙ্গী নয়' বলা হয়। এই সাত প্রকার নয় হল - ১) স্যাৎ অস্তি, ২) স্যাৎ নাস্তি, ৩) স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ, ৪) স্যাৎ অবক্তব্যম্, ৫) স্যাৎ অস্তি চ অবক্তব্যম্, ৬) স্যাৎ নাস্তি চ অবক্তব্যম্, ৭) স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ অবক্তব্যম্।

প্রঃ ▶▶ জৈনমতে 'নয়' কাকে বলে?

উঃ জৈনমতে সাধারণ জীবের কোন একটি বস্তুর আংশিক জ্ঞানকে নয় বলে। নয় হল কোন একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বস্তুর কোন একটি ধর্মের জ্ঞান আবার এই আংশিক জ্ঞান প্রকাশক বাক্য বা অবধারণকে ও নয় বলা হয়েছে।

প্রঃ ▶▶ জৈনমতে দ্রব্য কি?

উঃ জৈন দর্শনে গুণ ও পর্যায়বিশিষ্ট সৎ পদার্থকে দ্রব্য বলা হয়। যার উৎপত্তি, বিনাশ এবং স্থিতি আছে তাই দ্রব্য। জগতের মূল উপাদানরূপে দ্রব্য পরিণামহীন; গুণের দিক থেকে দ্রব্য স্থিতিশীল এবং পর্যায়ের দিক থেকে দ্রব্য উৎপত্তিবিনাশশীল বা পরিণামী।

Scanned with CamScanner

প্রঃ ▶▶ জৈন মতে, লোকাকাশ ও আলোকাকাশের মধ্যে পার্থক্য কি?

উঃ জৈন মতে, আকাশ দুই প্রকার : (১) লোকাকাশ ও (২) আলোকাকাশ। যে আকাশে জীব, অন্যান্য দ্রব্য ও সমগ্র বিশ্ব অবস্থান করে, তাকে বলা হয় লোকাকাশ আর যে আকাশে কোন কিছু অবস্থান করে না, মহাশূণ্যতা থাকে, তাকে বলা হয় আলোকাকাশ।

প্রঃ ▶▶ জৈনমতে জীব কি?

উঃ জৈনমতে জীব হল আত্মা। চেতনা যে দ্রব্যের স্বরূপধর্ম সেই দ্রব্যই হল জীব। জীব বা আত্মা স্বরূপত অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত সুখ ও অনন্ত বীর্যের অধিকারী। জীব বা আত্মা হল জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা। জ্ঞান হল আত্মার স্বরূপগত ধর্ম।

প্রঃ ▶▶ জৈন মতে, জীব কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ জৈন মতে, জীব দুই প্রকার (১) মুক্ত জীব ও (২) বদ্ধ জীব।

যে সকল জীব কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছেন তাঁরা সর্বজ্ঞ এবং জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত। তাঁদেরকে বলা হয় মুক্ত জীব। অপরি দিকে যাঁরা কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দেহ ধারণ করে জন্ম-মৃত্যুর অধীন তাদেরকে বলা হয় বদ্ধ জীব।

প্রঃ ▶▶ জৈনমতে জীব কি?

উঃ জৈনমতে জীব হল আত্মা। চেতনা যে দ্রব্যের স্বরূপধর্ম সেই দ্রব্যই হল জীব। জীব বা আত্মা স্বরূপত অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত সুখ ও অনন্ত বীর্যের অধিকারী। জীব বা আত্মা হল জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা। জ্ঞান হল আত্মার স্বরূপগত ধর্ম।

প্রঃ ▶▶ জৈনমতে পর্যায় কি?

উঃ জৈনমতে সৎবস্তু বা দ্রব্য অনন্তধর্মবিশিষ্ট। কিন্তু সকল ধর্ম একপ্রকারের নয়। কতকগুলি ধর্ম অস্থায়ী এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল। দ্রব্যের এই ধর্মগুলিকে বলা হয় পর্যায়।

প্রঃ ▶▶ জৈনমতে গুণ কি?

উঃ জৈনমতে সৎ বস্তু বা দ্রব্যমাত্রই অনন্তধর্ম বিশিষ্ট। কিন্তু সকল ধর্ম একপ্রকারের নয়, কতকগুলি ধর্ম স্থায়ী ও দ্রব্যের স্বাভাবিক ধর্ম। এই ধর্মগুলিকে বলা হয় দ্রব্যের গুণ। যেমন চেতন্য হল আত্ম দ্রব্যের গুণ।

প্রঃ ▶▶ জৈনমতে বন্ধন কি?

উঃ জৈনমতে, জীব বা আত্মার দেহধারণ ও দুঃখভোগই হল বন্ধন। দেহ-ই আত্মাকে বন্ধনযুক্ত করে।

প্রঃ ▶▶ জৈনমতে বন্ধনের কারণ কি?

উঃ জৈনমতে বন্ধনের কারণ হল কর্ম। এই কর্ম হল আট প্রকার - ১) জ্ঞানাবরণীয় কর্ম, ২) দর্শনাবরণীয় কর্ম, ৩) মোহনীয় কর্ম, ৪) বেদনীয় কর্ম, ৫) নামকর্ম, ৬) অন্তরায় কর্ম, ৭) গোত্র কর্ম ও ৮) আয়ুকর্ম।

Scanned with CamScanner

প্রঃ ▶▶ জৈন মতে, স্বাভাবিক ধর্ম ও আগুন্তুক ধর্মের মধ্যে পার্থক্য কি?

উঃ জৈন মতে, দ্রব্যের দুই প্রকার ধর্ম বর্তমান স্বাভাবিক ও আগন্তুক। স্বাভাবিক ধর্ম দ্রব্যে অবস্থান করে। ইহা অপরিবর্তনশীল কিন্তু আগন্তুক ধর্মগুলি পরিবর্তনশীল। আত্মার ক্ষেত্রে চেতনা হল স্বাভাবিক ধর্ম। এই ধর্মকে নিত্য ধর্ম বলা হয়। অপর দিকে কামনা, বাসনা প্রভৃতি ধর্মগুলি পরিবর্তনশীল। তাই এগুলিকে অনিত্য ধর্ম বলা হয়। নিত্য ধর্মকে গুণ বলা হয় আর অনিত্য ধর্মকে পর্যায় বলা হয়।

প্রঃ ▶▶ আত্মার বন্ধন কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ জৈনমতে, আত্মার বন্ধন দুইপ্রকার - ১) ভাববন্ধন ও ২) দ্রব্যবন্ধন।

প্রঃ ▶▶ জৈনমতে পুদগল কি?

উঃ জৈনমতে পুদগল হল চেতনাহীন জড়দ্রব্য। যে দ্রব্য সংযোগ ও বিভাগযোগ্য তাই হল পুদগল। পুদগলের দুটি রূপ বর্তমান - অণু এবং সংঘাত।

প্রঃ ▶▶ সংঘাত দ্রব্য কাকে বলে?

উঃ জৈনমতে, আকর্ষণ ও বিকর্ষণের দ্বারা একাধিক অণু সংযুক্ত হয়ে যে দ্রব্য গঠন করে তা স্থূল দ্রব্য হয়। এই স্থূলদ্রব্যকেই বলা হয় সংঘাত দ্রব্য। ঘট, পট প্রভৃতি স্থূলদ্রব্যমাত্রই হল সংঘাতদ্রব্য।

প্রঃ ▶▶ অনুদ্রব্য কাকে বলে?

উঃ জৈনমতে, জড়দ্রব্যকে ক্রমান্বয়ে বিশ্লেষণ করলে যে অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম কণা পাওয়া যায়, সেই কণাকেই বলা হয় অণু।

প্রঃ ▶▶ কষায় কি?

উঃ জৈনমতে কামনা-বাসনা আত্মাতে পুদগল পরমাণুকে আকর্ষণ করে, সেজন্য কামনা বাসনাকে কষায় বলা হয়। এই কষায় হল চার প্রকার - ১) ক্রোধ, ২) মান, ৩) মায়া ও ৪) লোভ।

প্রঃ ▶▶ জৈনমতে 'মুক্তি' বা 'মুক্ত আত্মা' বলতে কি বোঝায়?

উঃ জৈনমতে আত্মা বন্ধনদশা থেকে মুক্ত হয়ে স্বরূপে অবস্থান করে তখন সেই আত্মাকে বলা হয় মুক্ত আত্মা। মুক্ত আত্মা সর্বপ্রকার আবরণমোচন করে স্বরূপে প্রকাশিত হয়।

প্রঃ ▶▶ জৈনমতে মুক্তিলাভের উপায় কি?

উঃ জৈনমতে, সম্যকদর্শন, সম্যকজ্ঞান ও সম্যকচরিত্র এই তিনটি মার্গের সংযুক্তিই হল মোক্ষলাভের উপায়। এই তিনটি মার্গ সমষ্টিগত ভাবে ত্রিরত্ন নামে পরিচিত।

Scanned with CamScanner

প্রঃ ▶ জৈনমতে আস্রব ও নির্জর কি?

উঃ জৈনমতে, আত্মায় পুদগল পরমাণুর প্রবেশকে বলা হয় আস্রব। আস্রব হল কর্মের গতি। আর অপরদিকে আত্মায় কর্ম ও পুদগল পরমাণুর বিনাশকে বলা হয় নির্জর।

প্রঃ ▶ জৈনমতে পঞ্চমহাব্রত বা পঞ্চঅনুব্রত কি?

উঃ জৈনমতে মোক্ষলাভের জন্য পাঁচটি সহায়ক কর্ম বা ব্রত অনুশীলন করার প্রয়োজন। এই পাঁচটি ব্রত হল - ১) অহিংসা, ২) সত্য, ৩) অস্তেয়, ৪) ব্রহ্মচর্য ও ৫) অপরিগ্রহ। সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে এই ব্রত পদটিকে বলা হয় পঞ্চমহাব্রত আর গৃহীদের জন্য এই ব্রত পাঁচটিকে বলা হয় পঞ্চঅনুব্রত।

৪) জৈন দর্শনে, ধর্ম ও অধর্মের কিরূপ পার্থক্য করা হয়েছে?

উঃ- জৈন দর্শন ধর্ম ও অধর্মকে দ্রব্য বলা হয়। তাঁদের মতে, যে দ্রব্যের জন্য গতি সম্ভব হয় তাকে বলা হয় ধর্ম আবার যে দ্রব্যের জন্য স্থিতি সম্ভব হয় তাকে বলা হয় অধর্ম। ধর্ম গতিশীল বস্তুর গতির সহায়ক, অপর দিকে অধর্ম স্থিতিশীল বস্তুর স্থিতির সহায়ক।

৫) জৈন মতে, কাল কাকে বলে? কাল কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ- জৈন মতে, কাল হল এক প্রকার দ্রব্য। যার জন্যে অন্য দ্রব্যকে অবিচ্ছিন্ন, পরিণত, নতুন বা পুরনো বলা হয় সেই দ্রব্যকে বলা হয় কাল। কালের কোন বিস্তার নেই, তাই কালকে প্রত্যক্ষ করা যায় না।

কাল দুই প্রকার (১) অনন্ত কাল ও (২) খন্ড কাল। প্রকৃতপক্ষে কাল অনন্ত, অবিভক্ত কিন্তু ব্যবহারিক প্রয়োজনে আমরা কালকে খন্ড খন্ড করি। এই খন্ড কালকে সময় বলা হয়।

Scanned with CamScanner